

কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৭

(১)এসব কথা বলার পর হযরত ইসা আ. আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, “হে আমার প্রতিপালক, সময় এসেছে, তোমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে মহিমান্বিত করো, যেনো তিনিও তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারেন। (২)কারণ সব মানুষের ওপরে তাঁকে ক্ষমতা দিয়েছো, যেনো তুমি যাদের তাঁকে দিয়েছো, তাদের সবাইকে তিনি তোমার সান্নিধ্য দিতে পারেন।

(৩)এবং তোমার সান্নিধ্য হচ্ছে, তোমাকে, একমাত্র সত্য আল্লাহকে এবং হযরত ইসা মসিহকে জানা, যাঁকে তুমি পাঠিয়েছো।

(৪)আমাকে যে-কাজ তুমি করতে দিয়েছো তা পরিপূর্ণ করে এই দুনিয়াতে আমি তোমাকে মহিমান্বিত করেছি। (৫)সুতরাং হে প্রতিপালক, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে সেই মহিমায় মহিমান্বিত করো, যা দুনিয়া সৃষ্টির আগে তোমার সাথে আমার ছিলো। (৬)এই দুনিয়ায় তুমি আমাকে যাদের দিয়েছো, তাদের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি। তারা তোমার ছিলো এবং তুমি তাদের আমাকে দিয়েছিলে এবং তারা তোমার কালাম মেনে চলছে।

(৭)এখন তারা জানে যে, যা-কিছু তুমি আমাকে দিয়েছো, তার সবই তোমার কাছ থেকে পাওয়া। (৮)কারণ যে-কালাম তুমি আমাকে দিয়েছো তা আমি তাদের দিয়েছি এবং তারা তা গ্রহণ করেছে। আর এই সত্য জেনেছে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি এবং তারা এই ইমান এনেছে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছো। (৯)আমি তাদের পক্ষে অনুরোধ করছি। আমি এই দুনিয়ার পক্ষে অনুরোধ করছি না কিন্তু তুমি যাদের আমাকে দিয়েছো, তাদের পক্ষে করছি, কারণ তারা তোমারই। (১০)আমার সবই তোমার এবং তোমার সবই আমার এবং আমি তাদের মধ্যে মহিমান্বিত হয়েছি।

(১১)আমি এখন আর এই দুনিয়াতে নেই কিন্তু তারা এই দুনিয়াতে রয়েছে; আমি তোমার কাছে আসছি। মহান প্রতিপালক, যে-নাম তুমি আমাকে দিয়েছো, সেই নামে তাদের নিরাপদে রেখো, যেনো তারা এক হয়, যেমন তুমি ও আমি এক। (১২)আমি যখন তাদের সাথে ছিলাম, তখন আমি তাদেরকে তোমারই নামে রক্ষা করেছি- যে-নাম তুমি আমাকে দিয়েছো। আমি তাদের পাহারা দিয়েছি। কেবল সেই নির্ধারিত একজন ছাড়া কাউকেই হারাইনি, যেনো তোমার কালাম পূর্ণ হয়।

(১৩)কিন্তু এখন আমি তোমার কাছে আসছি এবং আমি দুনিয়াতে এসব বলছি, যেনো আমার আনন্দ তাদের মধ্যে পূর্ণ হয়। (১৪)তোমার কালাম আমি তাদের দিয়েছি এবং দুনিয়া তাদের ঘৃণা করেছে, কারণ তারা দুনিয়ার নয়, ঠিক যেমন আমি দুনিয়ার নই। (১৫)তাদেরকে দুনিয়ার বাইরে নিয়ে যেতে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি না কিন্তু সেই শয়তানের হাত থেকে নিরাপদে রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

(১৬)তারা এই দুনিয়ার নয়, ঠিক যেমন আমি এই দুনিয়ার নই। (১৭)সত্যে তাদের পাকসাফ করো। তোমার কালামই সত্য। (১৮)তুমি যেভাবে আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছো, আমিও সেভাবে তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছি। (১৯)এবং তাদের উদ্দেশ্যে আমি নিজেকে পাকসাফ রেখেছি, যেনো তারা সত্যে পাকসাফ হয়। (২০)শুধু এদের জন্যই নয় বরং এদের কথায় যারা আমার ওপর ইমান আনবে, তাদের জন্যও আমি অনুরোধ করছি, যেনো তারা এক হতে পারে।

(২১)হে আমার প্রতিপালক, যেভাবে তুমি আমার মধ্যে এবং আমি তোমার মধ্যে, তেমনি তারাও যেনো আমাদের মধ্যে থাকে, যেনো দুনিয়া ইমান আনতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছো।

(২২)যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছো, আমি তাদেরকে তা দিয়েছি, যেনো তুমি ও আমি যেমন এক, তেমনি তারাও এক হয়। (২৩)আমি তাদের মধ্যে এবং তারা আমার মধ্যে, যেনো তারা সম্পূর্ণভাবে এক হয়; যেনো দুনিয়া জানতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছো এবং তাদের মহব্বত করেছে, যেভাবে আমাকে মহব্বত করেছে।

(২৪)হে আমার প্রতিপালক, আমি আরো চাই যে, তুমি যাদের আমাকে দিয়েছো, যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছো তা দেখার জন্য আমি যেখানে থাকি, তারা যেনো আমার সাথে সেখানে থাকতে পারে। তুমি আমাকে এই গৌরব দিয়েছো কারণ দুনিয়া সৃষ্টির আগে তুমি আমাকে মহব্বত করেছে।

(২৫)ন্যায়বান প্রতিপালক, দুনিয়া তোমাকে জানে না কিন্তু আমি তোমাকে জানি; এবং এরা জানে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছো। (২৬)আমি তোমার নাম তাদের জানিয়েছি এবং আমি তা তাদের জানাবো, যেনো যে-মহব্বতে তুমি আমাকে মহব্বত করেছে তা তাদের মধ্যে থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে থাকি।”